সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩৬
WEEKLY BOOKLET:336

ইমাম আহমদ রযা খাজার দরবারে

বেরেলী শরীফ থেকে আজমির শরীফ ০৪
খাজা সাহেবের কারামত ১২
খাজার দরবারে আলা হযরতের ওরসের তৃতীয় দিনের আয়োজন ১৬
খাজা সাহেবের প্রতি রযা বংশের ভালবাসা ২০

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

৫ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং রোজ শনিবার মাদানী মুযাকারার শুরুতে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মারকায ফয়যানে মদীনায় "আলা হযরত খাজার দরবারে" বিষয়ের উপর বয়ান করেন। যার সাহায্যে এই পুস্তিকাটি নতুন বিষয়বস্তুর সংযুক্ত করে তৈরী করা হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রথমে এটা পড়ে নিন

আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রেরণ করেছেন, যাঁরা মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম (অর্থাৎ সঠিক পথ) দেখাতে থাকেন, সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পর নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, তাবেঈন অতঃপর তাবে তাবেঈনের পর আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام পৃথিবীব্যাপী দ্বীনে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোথাও হযরত গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর বরকতে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে, কোথাও হযরত দাতা আলী হাজভেরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে, কোথাও সুলতানুল হিন্দ হুযর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর মাধ্যমে পথভ্রষ্টদের হেদায়ত অর্জিত হয়েছে আর কোথাও ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه কুরআন ও সুন্নাতের প্রচার প্রসার করেছেন। হিন্দুস্তানের মুকুটহীন সম্রাট হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায হাসান সানজারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পুস্তিকাটি হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর দরবারে হাজিরী এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার ঘটনাবরী ও বাণীসমূহের সংকলন। আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কয়েক বছর পূর্বে এ বিষয়ে বয়ান করেছিলেন, সেই বয়ান কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন সহকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রতি সত্যিকার ভালবাসা ও গোলামী নসীব করো এবং কিয়ামতে তাঁদের গোলামদের সাথে উঠাও।
اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী
সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইমাম আহমদ রযা খাজার দরবারে

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই **"ইমাম আহমদ রযা খাজার দরবারে"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার অলিদের আদব নসিব করো এবং তাঁদের শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দান করো আর তার পিতামাতাসহ তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদে পাকের ফযিলত

সাহাবায়ে রাসূল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন: যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করবে, তখন তোমাদের দোয়ায় নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ পাঠ করো, কেননা রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদে পাক তো অবশ্যই মকবুল এবং আল্লাহ পাক আরো বেশি করুণাময় যে, কিছু কবুল করবেন আর কিছু কবুল করবেন না। **(আল কউলুল বাদী, ৪২০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমাম আহমদ রযার ভাষায় খাজার কারামত

আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার থেকে অসংখ্য ফয়েয ও বরকত অর্জিত হয়ে থাকে, মরহুম মাওলানা বরকত আহমদ সাহেব, যিনি আমার পীর ভাই এবং আমার সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাগরেদ ছিলেন, তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, এক অমুসলিম লোক, যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফোঁড়া ছিলো, আল্লাহই জানেন ফোঁড়া কিরূপ ছিলো, ঠিক বিকেলে আসতো আর দরবার শরীফের সামনে গরম নুড়ি পাথরে গড়াগড়ি করতো আর বলতো: খাজা আগুন লেগেছে (অর্থাৎ হে খাজা! প্রচুর জ্বালাপোড়া করছে, শরীরে আগুন লেগেছে)। তৃতীয় দিন আমি দেখলাম যে, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেছে। **(মালফুযাতে আলা হযরত, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)** আলা হযরতের ভাই হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে আরয করেন:

ফির মুঝে আপনা দরে পাক দেখা দেয় পেয়ারে
আঁখে পূর নূর হোঁ ফির দেখ কে জ্বলওয়া তেরা

(যওকে নাত, ২৮ পৃষ্ঠা)

আমাকে আজমির শরীফে হাজিরী দিতে হবে

বুরহানে মিল্লাত, হযরত মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল বাক্বী রযবী জাবালপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা আব্দুস সালাম জাবালপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সায়্যিদী ও মুর্শিদী, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ১৯০৫ সনে ২য় বার হজ্জ থেকে ফেরার পথে মুম্বাইয়ে জাবালপুর শরীফ (শহরে আগমন

www.dawateislami.net

করার) দাওয়াত দাওয়াত প্রদান করেন, তখন আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এখন আমাকে আজমির শরীফে হাজিরী দিতে হবে। আজমির শরীফে হাজিরী দিয়ে বেরেলী চলে যাবো। اِنْ شَآءَ الله অন্য কোনো সময় জাবালপুরে আসবো। **(ইকরামে ইমাম আহমদ রযা, ৭৮, ৮২ পৃষ্ঠা)**

খাজার উরসে বয়ান

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাজায়ে খাজেগান, সুলতানুল হিন্দ, হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অগাধ ভক্তি ছিলো, তিনি খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাজিরীও দিলেন বরং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক কিতাব দ্বারা এটা প্রমাণিত যে,

রযার বয়ানের আকর্ষণ

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে উরসের সময় মাজারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ান হতো আর এই বয়ানের ব্যবস্থা স্বয়ং মাযার শরীফের "দিওয়ান সাহেবই (অর্থাৎ উপদেষ্টা সাহেব)" করতেন, এই বয়ান শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ এবং ওলামায়ে কিরাম বরং অনেকসময় ধাক্কানের শাসকরাও আসতো। **(মা'আরিফে রযা পত্রিকা ১৯৮৩, ১৫৭ পৃষ্ঠা)**

বেরেলী শরীফ থেকে আজমির শরীফ

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক জীবনের শেষ সময়ে "আজমীর শরীফ সফর" এর আরো একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা আল্লামা

www.dawateislami.net

নূর আহমদ কাদেরী "তাঁর দাদা" আলা হযরতের মুরীদ হাজী আব্দুন নবী কাদেরী রযবীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভাষায় বর্ণনা করেছি।

এবার যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেরেলী শরীফ থেকে আজমির শরীফে গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উরসে হাজিরী দেয়ার জন্য যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সাথে ১০-১১ জন মুরীদও ছিলো। তন্মধ্যে একজন দাদাজানের (হাজী আব্দুন নবী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) সম্মানিত উস্তাদ মাওলানা শাহ আব্দুর রহমান কাদেরী জয়পুরী (আলা হযরতের মুরীদ ও খলীফা) এবং অপরজন স্বয়ং দাদাজান জনাব হাজী আব্দুন নবী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সহ আরো কিছু ব্যক্তি ছিলেন।

দিল্লী থেকে আজমীর শরীফ যাওয়ার জন্য "বি বি এন্ড সি আই আর" ট্রেন চলতো, যখন এই ট্রেনটি "ফুলিরা স্টেশনে" পৌঁছলো তখন প্রায় মাগরীবের সময় হয়ে যাচ্ছিলো। "ফুলিরা" সেসময়কার অনেক বড় স্টেশন ছিলো, যেখানে সানবাহার, যোধপুর এবং বিকানির থেকে আগত গাড়িরও ক্রসিং ছিলো। এই সমস্ত লাইন থেকে আসা যাত্রীরা আজমির শরীফ যাওয়ার জন্য এই মেইল গাড়ি (ট্রেন) ধরতো, তাই এই মেইল গাড়ি ফুলিরা স্টেশনে প্রায় চল্লিশ মিনিট অবস্থান করতো, আমি নিজেই আজমির শরীফ হাজিরী দেয়ার জন্য এই গাড়িতে বহুবার সফর করেছি এবং ফুলিরা স্টেশনের অবস্থা দেখেছি।

ট্রেন যখন থামলো

যাই হোক! যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন সফর করছিলেন তখন ফুলিরা স্টেশনে পৌঁছতেই মাগরীবের নামাযের সময় হয়ে গেলো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মুরীদদের বললেন: মাগরীবের নামাযের জন্য

www.dawateislami.net

জামাআত প্ল্যাটফর্মেই করে নিবো, অতএব চাদর বিছিয়ে দেয়া হলো এবং যাদের অযু ছিলো না তারা অযু করে নিলো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বদা অযু অবস্থায় থাকতেন, তিনি বললেন: আমার অযু আছে আর ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে গেলেন, অতঃপর বললেন যে, আপনারা সবাই পরিপূর্ণ শান্তভাবে নামায আদায় করুন, اِنْ شَآءَ الله গাড়ি কখনোই ততক্ষণ পর্যন্ত যাবে না যতক্ষণ আমরা নামায পুরোপুরি আদায় কিরে নিবো না।

ট্রেন চলছিলো না

এ বলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামতি করে নামায পড়ানো শুরু করে দিলেন। মাগরীবের ফরযের এক রাকাত যখন শেষ হলো, তখন গাড়ি হঠাৎ হুইসেল (Whistle) বাজিয়ে দিলো, প্ল্যাটফর্মের অন্যান্য বিক্ষিপ্ত যাত্রীরা দ্রুত গাড়িতে তাদের নিজ নিজ সিটে উঠে পড়লো। কিন্তু তাঁর পেছনে নামাযীদের এই দল পূর্ণ ইস্তিগরাকের (অর্থাৎ বিনয় ও একাগ্রতার) সহিত নামাযে তেমনিভাবে মগ্ন রইলো, মাগরীবের ফরযের দ্বিতীয় রাকাত আদায় হচ্ছিলো, তখন গাড়ি শেষবারের মতো হুইসেলও বাজিয়ে দিলো, কিন্তু হলো কি, ট্রেনের ইঞ্জিন সামনে আগাচ্ছিলই না। মেইল গাড়ি ছিলো, কোন সাধারণ গাড়ি ছিলো না, এজন্য ড্রাইভার ও গার্ড সবাই চিন্তায় পড়ে গেলো যে, শেষমেশ এমন কী হলো যে, ট্রেন সামনে আগাচ্ছে না! ব্যাপারটা কারো বুঝে আসলো না, ইঞ্জিন পরীক্ষা করার জন্য ড্রাইভার গাড়িকে পেছনের দিকে চালালো, তখন গাড়ি পেছনের দিতে যেতে লাগলো, কিন্তু যখন ইঞ্জিন সামনের দিকে চালাতো তখন ইঞ্জিন থেমে যেতো।

www.dawateislami.net

এদিকে স্টেশন মাস্টার যে একজন ইংরেজ ছিলো, তার রুম থেকে বের হয়ে প্ল্যাটফর্মে আসলো এবং ড্রাইভারকে বললো যে, ইঞ্জিনকে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখো, চলছে কি চলছে না, সে এমনই করলো, তখন ভালভাবে পূর্ণ গতিতেই চললো, কিন্তু যখন ট্রেনের বগির সাথে লাগিয়ে ইঞ্জিন চালালো, তখন তা আবার জ্যাম হয়ে গেলো এবং এক ইঞ্চিও সামনে এগোলো না, ট্রেনের ড্রাইভার এবং সকলেই খুবই আশ্চার্য ও পেরেশান ছিলো যে, এমন কী হলো যে ইঞ্জিন ট্রেনের সাথে লাগানোর পর আর আগাচ্ছে না!

অলীয়ে কামিলের বরকত

স্টেশন মাস্টার নামাযীদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডকে জিজ্ঞেস করলো: এমন কী হলো যে, ইঞ্জিন আলাদা করলেই ট্রেন চলতে শুরু করে আর বগির সাথে লাগলেই পুরো ট্র্যাকে আটকে যাচ্ছে! সেই গার্ড মুসলমান ছিলো, সে পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেলো, সে স্টেশন মাস্টারকে বললো: মনে হচ্ছে যে, এই বুযুর্গ যিনি নামায পড়াচ্ছেন, তিনি অনেক বড় আল্লাহর অলী, নিশ্চয় এছাড়া অন্য কোনো কারণ দেখছি না।

এখন যতক্ষণ এই বুযুর্গ এবং তাঁর জামাআত নামায আদায় করে নিচ্ছে না, সম্ভাবনা কম এই গাড়ি চলার, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই অলী আল্লাহর কারামত বলে মনে হচ্ছে, ব্যস এখন তাঁদের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতেই হবে। স্টেশন মাস্টার বিষয়টি বুঝতে পারলো এবং সে বলতে লাগলো: নিঃসন্দেহে এমনটাই মনে হচ্ছে, অতএব সে নামাযীদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলো এবং নামাযে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং তাঁর মুরীদদের বিনয় ও একাগ্রতার এই মনমুগ্ধকর

www.dawateislami.net

দৃশ্য দেখে অতিশয় প্রভাবিত হলো, ইংরেজি তার মাতৃভাষা ছিলো, কিন্তু সে উর্দু ও ফার্সি ভাষায়ও পারদর্শী ছিলো এবং নির্দিধায় সে উর্দুতে কথা বলতে পারতো, গার্ডের সাথে তার এই সম্পূর্ণ কথাবার্তা উর্দুতেই ছিলো।

সত্যিকার মুসলমান নামায কাযা করতে পারে না

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সালাম ফেরালেন এবং উচ্চস্বরে দরুদ শরীফ পাঠ করে দোয়া করাতে মগ্ন হয়ে গেলেন, যখন দোয়া শেষ হলো তখন সামনে অগ্রসর হয়ে একান্ত বিনয়ের সহিত স্টেশন মাস্টার (ইংরেজ) উর্দুতেই আরয করলো: জনাব! একটু জলদি করুন! এ ট্রেনটি আপনার ইবাদতের ব্যস্ততার কারণে চলছে না।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এটা নামাযের সময়, কোনো সত্যিকার মুসলমান নামায কাযা করতে পারে না, নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, ফরযকে কিভাবে ছাড়তে পারি? স্টেশন মাস্টারের উপর ইসলামের রূহানী প্রভাব বিস্তার করলো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং তাঁর মুরীদরা প্রশান্তভাবে যখন সম্পূর্ণ নামায আদায় করে নিলেন এবং দোয়া শেষ করলেন তখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাশেই দাঁড়ানো ইংরেজ স্টেশন মাস্টারকে বললেন: اِنْ شَآءَ الله এখন গাড়ি চলবে, আমাদের সকলের নামায শেষ হয়ে গেছে। এই কথা বলে তিনি তাঁর সকল সাথীদের নিয়ে গাড়িতে বসে গেলেন, গাড়ি হুইসেল দিয়ে চলতে শুরু করলো, স্টেশন মাস্টার তার স্টাইলে সালাম করলো এবং শিষ্টাচার দেখালো, কিন্তু এই কারামত তার মন ও মননে গভীরভাবে রেখাপাত করলো।

www.dawateislami.net

ইংরেজের হৃদয়ে আলোড়ন

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তো আজমির শরীফ পৌঁছে গেলেন, কিন্তু স্টেশন মাস্টার চিন্তায় পড়ে গেলো, রাতভর সে এই চিন্তায় মগ্ন রইলো, তার ঘুম এলো না, সকাল হলো, তখন তার ডেপুটিকে দায়িত্ব দিয়ে তার পুরো পরিবারকে সাথে নিয়ে হাজিরী দেয়ার জন্য আজমীর শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো, যাতে সেখানে খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাজিরী দিয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত মুবারকে ইসলাম কবুল করতে পারে।

ইংরেজ মুসলমান হয়ে গেলো

যখন আজমীর শরীফে পৌঁছলো তখন দেখলো যে, দরবার শরীফের শাহজাহানী মসজিদে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঈমানোদ্দীপক ওয়াজ (অর্থাৎ বয়ান) চলছে, সে ওয়াজে অংশগ্রহণ করলো এবং যখন ওয়াজ শেষ হলো, তখন কাছে গিয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত চুম্বন করে নিলো এবং আরয করলো: আপনি যখন থেকে ফুলিরা স্টেশন এদিকে রওনা হয়েছেন, আমি তখন থেকেই খুবই উদ্বিগ্ন যে, আমি শান্তি পাচ্ছি না। অবশেষে আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে এখানে এসে গেছি আর এখন আমি আপনার হাত মুবারকে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই, আপনার এই কারামত দেখে আমি ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেছি এবং আমি জানতে পারলাম যে, ব্যস ইসলামই হলো আল্লাহ পাকের প্রকৃত ধর্ম ।

www.dawateislami.net

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি আলা হযরতের ভালবাসা

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খাজা গরীবে নেওয়াযের দরবারের হাজারো যিয়ারতকারীর সামনে সেই ইংরেজকে যার নাম ছিলো রবার্ট (Robert) এবং তার পরিবারের ৯ সদস্যকে কালেমা পাঠ করিয়ে মুসলমান করলেন এবং তার ইসলামী না গাউসে পাকের নামানুসারে "আব্দুল কাদের" রাখলেন এবং তিনি তাকে মুসলমান করার পর কাদেরিয়া সিলসিলায় নিজের মুরীদও বানিয়েছেন এবং এই নির্দেশনা দিলেন যে,

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপদেশ

সর্বদা সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি মনোযোগ রাখবে (অর্থাৎ সুন্নাতের উপর আমল করবে), নামায কখনোই ত্যাগ করবে না, নিয়মিত নামায, রোযা পালন করা খুবই জরুরী এবং যখনই সুযোগ হয় হজ্জেও অবশ্যই যেও আর যাকাত আদায় করবে ও সর্বদা দ্বীনের খেদমতের ব্যাপারে খেয়াল রাখবে, এখন নিজের দেশেও যখন যাবে, তখন সেখানেও দ্বীন প্রসারের খেদমত করো, এটা অনেক বড় সৌভাগ্য। এখন নিজেও কুরআনে পাকের শিক্ষা অর্জণ করো এবং নিজের পরিবারের সদস্যদেরও কুরআনে পাকের শিক্ষা দাও। অতঃপর সেই নওমুসলিম ইংরেজ কুরআন পাকের খতম করার পর নিজের দেশে ফিরে গেলো এবং সেখানে গিয়ে ইসলামের খেদমতের জন্য ওয়াকফ হয়ে গেলো।

(ইমাম আহমদ রযা আযিম মুহসিন আযিম কিরদার, ১৪-১৭ পৃষ্ঠা, প্রকাশিত ১৯৮৩ইং)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইয়া মুইনুদ্দিন আজমেরী! করম কি ভিখ দো
আয পিয়ে গাউস ও রযা খাজা পিয়া খাজা পিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

জুমার বয়ান

একদা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আজমির শরীফে অবস্থানকালে জুমার দিন এসে গেলো, ঘোষণা হলো যে, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার সংলগ্ন শাহজাহানী মসজিদে জুমার পূর্বে খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে বেলায়তের উপর বয়ান করবেন, সেই জুমার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই মুসল্লিদের আগমন শুরু হয়ে গেলো, এমনকি মসজিদ এবং এর আশপাশের জায়গা পূর্ণ হয়ে গেলো, আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ান শুরু হলো, বয়ান শরীফ এমন ঈমানোদ্দীপক ছিলো যে, উপস্থিতিরা আন্দোলিত হয়ে গেলো, অতঃপর ঘোষণা হলো যে, অবশিষ্ট বয়ান ইশার নামায়ের পর এই মসজিদেই হবে, লোকেরা খুশি হয়ে গেলো, অতঃপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশার নামাযের পর বয়ান শুরু করলেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত বয়ান হলো।

(সফর নামায়ে আলা হযরত, ১৯ পৃষ্ঠা। ছানায়ে হযরত খাজা বযবানে ইমাম আহমদ রযা, ৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ আল্লাহ তাবাহহুরে ইলমী আব ভি বাকী হে খেদমতে কলবি
আহলে সুন্নাত কা হে জু সরমায়া ওয়া কিয়া বা'ত আলা হযরত কি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খাজা সাহেবের ক্ষমতা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ভাগলপুর (ভারতের একটি শহর) থেকে এক ব্যক্তি প্রতি বছর আজমির শরীফে যেতো। এমন এক ধনী ব্যক্তি যে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বেলায়ত ও ক্ষমতাকে মানতো না। সে ঐ ব্যক্তিকে বললো: মিয়া প্রতি বছর কোথায় যাও? অযথা এতো টাকা খরচ (নষ্ট) করো! সে বললো: চলো! আর ইনসাফের চোখে দেখো! অতঃপর তোমার যা ইচ্ছা ভেবো। যাক! এক বছর সেই লোকটি সাথে এলো। দেখলো যে, একজন ফকির লাঠি নিয়ে রওযা শরীফে এভাবে ঘোষণা করছে: "খাজা পাঁচ টাকা নিবো, এক ঘণ্টার মধ্যে নিবো এবং এক ব্যক্তির থেকেই নিবো।" যখন এই বদ আকিদা লোকটি খেয়াল করলো যে, অনেক সময় পার হয়ে গেছে, এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে এবং কেউ তাকে কিছুই দিলোনা। তখন সে পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে তার হাতে রাখলো আর বললো: নাও মিয়া! তুমি খাজা কাছে চেয়েছিলে। খাজা কীভাবে দিবে? নাও! আমিই দিচ্ছি। ফকির সেই টাকা পকেটে রাখলো আর একটি চক্কর লাগিয়ে উচ্চস্বরে বললো: "খাজা! তোরে বালহারি জাওঁ (অর্থাৎ তোমার প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যাবো) দিয়েছো তো দিয়েছো তাও কোনো বদ আকিদা লোকের থেকে। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)**

মে হোঁ সায়িল মে হোঁ মাঙ্গতা
হাত বাড়া কর ডাল দো টুকরা
জু ভি সায়িল আ'জাতা হে
মে নে ভি দামান হে পাসারা
ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো
ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো
মন কি মুরাদেঁ পা জাতা হে
ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ على مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত মঈনুদ্দিন অবশ্যই গরীবে নেওয়ায

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হলো: হযরত মঈনুদ্দিন সাঞ্জেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে গরীবে নেওয়ায উপাধি সহকারে ডাকা কি জায়িয নাকি না? তখন তিনি বললেন: হযরত সুলতানুল হিন্দ, মুইনুল হক্ব ওয়াদ দ্বীন অবশ্যই গরীবে নেওয়ায। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/১০৫)**

স্বপ্নে হাজিরী

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাগ্রত অবস্থার পাশাপাশি স্বপ্নেও আজমির শরীফে উপস্থিত হয়েছেন। যেমনটি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

১৩০২ হিজীর রবিউল আখিরের মুবারক মাসে আমি সুলতানুল মাশাইখ মাহবুবে ইলাহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে হাজির হই, এর ঠিক দুই বছর পূর্বে আমার ডান চোখে অত্যাধিক পড়াশোনার কারণে কিছুটা দুর্বলতা এসে যায়, আমি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ডাক্তারের চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু কোনো ফলপ্রসূ হয়নি, অতঃপর সুলতানুল মাশায়িখ মাহবুবে ইলাহীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রশংসায় কয়েক লাইন কবিতা লিখলাম, রাতে যখন ঘুমালাম তখন স্বপ্নে একটি সুন্দর জায়গা দেখলাম, যার একপাশে মসজিদ এবং অন্যপাশে মাযার শরীফ ছিলো, যখন কাছে গেলাম তখন তিনটি কবর দেখতে পেলাম, কিবলার দিকে হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আর এর ঠিক পেছনে হযরত শাহ বরকতুল্লাহ মারাহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবর শরীফ ছিলো, তৃতীয় কবরটি আমি চিনতে পারলাম না। তখন আমি খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কদমের পাশে বসে গেলাম,

www.dawateislami.net

দেখলাম যে, কবর মুবারক খোলা রয়েছে আর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিবলার দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন এবং মুবারক চোখ খোলা রয়েছে, হুলিয়া মুবারক এমন ছিলো যে, শক্তিশালী এবং দীর্ঘাদেহী, লালচে বর্ণ, চওড়া চোখ এবং কালো দাড়ি, আমি নিজের অজান্তেই দৌড়ে গেলাম এবং কবর শরীফ খোলার সময় যে মাটি বের হয়েছিলো তা আমার চেহেরা ও চোখে লাগালাম আর সুরা কাহাফ তিলাওয়াত শুরু করলাম, কেউ নিষেধ করলে আমি মনে মনে বললাম যে, আমি খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সামনে তিলাওয়াত করছি, সে কেনো আমাকে নিষেধ করছে? এমন সময় খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুচকি হাসতে লাগলেন, যেনো আমাকে ইশারা করে বলতে লাগলেন: তাদের ছাড়ো এবং তুমি পড়ো! অতঃপর আমার মনে নেই যে, আয়াত নাম্বার ১০ বা ১৬ পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং আমার চোখ খুলে গেলো, আল্লাহ পাকের দয়া হয়ে গেলো যে, এদিকে স্বপ্নে দেখলাম, ওদিকে চোখের অবস্থায় অনেক পার্থক্য দেখা দিলো। আমি বললাম: এটা ঐ মুবারক মাটি মাখানোর বরকত আর হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই অনুগ্রহ সুলতানুল মাশায়িখ মাহবুবে ইলাহির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মানকাবাতের বদৌলতে অর্জিত হয়েছে। **(কসিদায়ে আকসিরে আযম, ১১০-১১৪ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তুঞ কো বাগদাদ সে হাসিল হোয়ি ওহ শানে রাফেয়ে
দঙ্গ রেহ জাতে হে সব দেখ কে রুতবা তেরা

(যওকে নাত, ২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আলা হযরতের খলীফা সৈয়দ হুসাইন আলী আজমিরী

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খলীফা সৈয়দ হুসাইন আলী আজমিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বংশধারা খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের চতুর্থ খলীফা হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পর্যন্ত মিলিত হয়। তাঁর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি অগাধ ভালবাসা ছিলো এবং মাযার শরীফের খেদমত করাকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের মনে করতেন, বিনয়ের সহিত বলতেন: "আমরা মন্দ হলেও তো আমরা গরীবে নেওয়াযের।" তিনি খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক জীবনীর উপর তিনি একটি কিতাব "দরবারে চিশতে আজমীর" নামে লিখেন, যাতে খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাজিরীর আদব সম্পর্কে লিখেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। **(তাজাল্লিয়াতে খোলাফায়ে আলা হযরত, ৪৪৮-৪৫৬ পৃষ্ঠা)**

আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে শাহজাদার দরবারে

গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে আলা হযরতের হাজিরীর সুন্দর ঘটনা আলা হযরতের খলীফা সৈয়দ হুসাইন আলী আজমেরী খুবই সুন্দরভাবে তাঁর "দরবারে চিশত" কিতাবে লিখেছেন:

আমার পীর ও মুর্শিদ, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও দুই বার খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাজির হন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দ্বিতীয় হাজিরী ছিলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩২৫ হিজরীতে হজ্জ ও যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করে যখন ভারতের উপকূলে নামলেন,

www.dawateislami.net

তখন বিভিন্ন শহর থেকে তাঁর প্রিয়জনরা মুম্বাই পৌঁছে গিয়েছিলো এবং অনেক জায়গা থেকে বার্তা আসছিলো যে, আপনি আমাদের এখানে আগমন করে আমাদেরকে ধন্য করুন! কিন্তু তিনি সরাসরি খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাজির হয়ে গেলেন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে (পবিত্র মদীনা) হাজিরীর পর তিনি তাঁর শাহজাদা হযরত খাজায়ে হিন্দের দরবারে হাজিরী দেন। এই হাজিরী এতোই ভক্তি ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিলো যে, আমরা দরবারের খাদেমগণ এবং আজমীরের সকল মুসলমানের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। আজও আমরা খাদেমগণের মধ্যে এই হাজিরীর চর্চা হয়ে থাকে। **(দরবারে চিশত, ৩৩ পৃষ্ঠা)**

খাজার মাযারে আলা হযরতের ওফাতের তৃতীয় দিবসের আয়োজন

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর খলীফা, হযরত সৈয়দ হুসাইন আলী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খাজা গরীব নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাজিরীর সময় নিজের দোয়ার উকিল (অর্থাৎ দোয়াকারী) বানাতেন এবং দুইবার তাঁর বাড়িতে (আজমির শরীফ) অবস্থানও করেছেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকালে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৃতীয় দিবসের আয়োজন আস্তানায়ে আলিয়া খাজায়ে খাজেগান খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ বড় আকারে ফজরের নামাযের পর করেন, যাতে অসংখ্য কুরআনে পাকের খতম হয়েছিলো এবং শেষে লঙ্গরও বিতরণ করা হয়েছিলো। উরসে আলা হযরতের সময় হযরত সৈয়দ হুসাইন আলী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আজমির শরীফ থেকে কাফেলা নিয়ে (বেরেলী শরীফে মাযার মুবারকে দেয়ার জন্য) চাদর আনতেন।

www.dawateislami.net

সায়িদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে চিশতিয়া সিলসিলার নিজের খেলাফতও প্রদান করেন। তাঁর মাযার শরীফ আজমির শরীফের "আনা সাগর ঘাঁটি"তে অবস্থিত। **(তাজাল্লিয়াতে খোলাফায়ে আলা হযরত, ৪৫৬-৪৬২ পৃষ্ঠা)**

খাজার দরবারের খাদেমগণ বেদনাগ্রস্থ

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর যখন ইন্তিকাল হলো তখন দেশের বিভিন্ন শহরের ন্যায় আজমির শরীফেও গুরুত্বের সহিত তাঁর ফাতিহা অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের অনুষ্ঠান পালিত হয়, তাঁর ইন্তিকালে খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারের খাদেম ও মুরীদগণ অত্যন্ত শোকাহত হন। **(তাজাল্লিয়াতে খোলাফায়ে আলা হযরত, ৪৫৮-৪৫৯ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ গনি! শানে অলি! রাজ দিলোঁ পর
দুনিয়া সে চলে জায়ে হুকুমত নেহি জাতি

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ على مُحَمَّد

খাজার মাযারে দোয়া কবুল হয়

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পিতা হযরত মাওলানা মুফতি নকী আলী খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর "আহসানুল বিয়ায়ি লি আদাবিদ দোয়ায়ি" কিতাব যা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে "ফাযায়িলে দোয়া" নামে প্রকাশ করেছে, এই কিতাবের ব্যাখ্যা স্বয়ং স্বয়ং আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ করেছিলেন আর কিছু কিছু স্থানে সংযোজনও করেছিলেন, অতএব এই কিতাবের ১২৮ পৃষ্ঠায় "বাবু ইমকায়ে ইজবাত" (অর্থাৎ দোয়া কবুল হওয়ার স্থান) অধ্যায়ের ৩৯ নাম্বার স্থানে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন যে, হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায মুইনুল হক্ব ওয়াদ দ্বীন চিশতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

www.dawateislami.net

এর কবর মুবারক (অর্থাৎ খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযারে দোয়া কবুল হয়ে থাকে)। **(ফাযায়িলে দোয়া, ১৩৮ পৃষ্ঠা)**

আজমির শরীফ

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আজমির শরীফ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হলো, যার উত্তরে তিনি খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন:

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আজমির শরীফ" এর পবিত্র নামের সাথে (ইচ্ছাকৃতভাবে) "শরীফ" শব্দটি না লেখা যদি এই কারণে হয় যে, খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মুবারক শহরে আসা, মুবারক জীবন অতিবাহত করা এবং মাযার শরীফকে মহত্ব ও বরকতময় স্থান না মানার কারণে হয়ে থাকে, তবে সে পথভ্রষ্ট (অর্থাৎ সঠিক রাস্তা থেকে পদচ্যুত) বরং, সে আল্লাহ পাকের শত্রু।

বুখারী শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে: রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: যে আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা করলাম।" **(বুখারী, ৪/২৪৮, হাদীস ৬৫০২)** আর খাজায়ে খাজেগান খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গোলাম হতে অস্বীকার করার কারণ যদি অহঙ্কারবশত হয়, তবে সে পথভ্রষ্ট (অর্থাৎ সঠিক রাস্তা থেকে পদচ্যুত) আর পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ পাকের শত্রু এবং তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

اَلَیْسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِیْنَ

(পারা ২৪, সুরা যুমার: ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নামের মধ্যে নয়?

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/২৬৫)

www.dawateislami.net

আপনি মঞ্জিল সে কভী ভি ওহ ভটক সাকতা নেহী
জিস কে তুম হো রেহনুমা খাজা পিয়া খাজা পিয়া
এক যররা হো আতা আত্তার কে হো জায়েগা
খাজা! ঘর ভর কা ভালা খাজা পিয়া খাজা পিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৮-৫৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ على مُحَمَّد

আরবী শাজারায় সনদ আকারে গরীব নেওয়ায়ের উপাধীসমূহ

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাদেরিয়া চিশতিয়া নিযামিয়া বারাকাতিয়ার শাজারার হাদীসের সনদ আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন আর তাতে খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ৫টি উপাধী দ্বারা স্মরণ করেছেন: (১) আস সায়্যিদুল আজাল (অর্থাৎ যুগের অনেক বড় ইমাম) (২) সুলতানুল হিন্দ (হিন্দুস্তানের বাদশা) (৩) হাবিবুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা) (৪) ওয়ারিছুন্নবী (অর্থাৎ নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তরাধিকারী) (৫) মুঈনুদ্দিন (অর্থাৎ দ্বীনের সাহায্যকারী) আল জিশতি, আস সিঞ্জিরি, আল আজমেরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

(তারিখ ওয়া শরহে শাজরায়ে কাদেরিয়া বারকাতিয়া রযবীয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা)

খাজায়ে খাজেগানগরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
কিবলায়ে আ'রিফাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
সৈয়দে যাহিদাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
যিনাতে আ'রিফাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
মুর্শিদে নাকিচাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
রেহবারে কামেলাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায

www.dawateislami.net

হাদীয়ে গুমরাহাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
মুচলিহে আচিয়াঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
হামিয়ে বে-কাসাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
হে কাসে বে-কাসাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
এ্যয় শাহে সালেহাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
হাম পে হোঁ মেহেরবাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, ৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদরুশ শরীয়া আজমির শরীফে সদরুল মুদাররীস

খলীফায়ে আলা হযরত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর "দারুল উলুম মুঈনিয়া উসমানিয়া"য় সদরুল মুদাররীসিন (অর্থাৎ সবচেয়ে বড় ওস্তাদ) হিসেবে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা প্রদান করেন।

(সিরাতে সদরুশ শরীয়া, ৪৮ পৃষ্ঠা)

খাজা সাহেবের প্রতি রযা বংশের ভালবাসা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল শরীফের পর তাঁর শাহজাদাদ্বয় হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা শাহ হামেদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হুযুর মুফতিয়ে আযমে হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি বছর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উরসে নিয়মিত উপস্থিত হতেন, তাঁরা দেশের যে প্রান্তেই থাকুক না কেনো, ৬ই রজব তাঁদের উপস্থিতি অবশ্যই আজমির শরীফে হতো।

(খাজা গরীবে নেওয়ায আউর ইক গলত ফ্যাহিমি কা ইযালা, ৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গরীবে নেওয়াযের বাগান

খলিফায়ে আলা হযরত, সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনীর উপর একটি কিতাব "গুলবুনে গরীবে নেওয়ায" নামে লিখেছেন।

(তাযকিরাতুল আফাযিল, ২০ পৃষ্ঠা)

গরীবে নেওয়াযের দরবারে আরো একজন খলীফায়ে আলা হযরত

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আরো একজন খলীফা, শায়খুল আসফিয়া, সৈয়দ গোলাম আলী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সুলতানুল হিন্দ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষা প্রসারে কাটিয়েছেন, এমনকি তাঁর মাযার শরীফও খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফ সংলগ্ন কবরস্থানে অবস্থিত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আকোরণে তাঁকে অনেক ভালবাসতেন, কেননা তিনি খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফের খাদেম ছিলেন।

(তাজাল্লিয়াতে খোলাফায়ে আলা হযরত, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেলাফত

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মুবারক জীবনের শেষ সময়ে ১৩ জুমাদিউল উখরা ১৩৩৮ হিজরী রোজ জুমা মুবারক সৈয়দ গোলাম আলী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আপন খেলাফত দ্বারা ধন্য করেন।[1]

(তাজাল্লিয়াতে খোলাফায়ে আলা হযরত, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

1 . ইযাযত ও খেলাফতের লিখিত কপি কিতাবের শেষে দেখুন।

www.dawateislami.net

সিলসিলায়ে চিশতিয়া নিযামিয়া বারাকাতিয়া

প্রফেসর মজিদুল্লাহ কাদেরী সাহেব লিখেন: ছাত্র, মুরীদ এবং অনুমতিপ্রাপ্ত খলীফা মুফতিয়ে আযম হিন্দ, হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল হাদী কাদেরী রযবী নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখিত শাজারা নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো, এতে তিনি বলেন যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মারহারা শরীফ থেকে যেই ১৩টি সিলসিলায় খেলাফত ও ইযাযত (অনুমতি) ছিলো, তাতে একটি সিলসিলা "চিশতিয়া নিযামিয়া বারাকাতিয়া"ও ছিলো এবং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু লোককে বাইয়াতও করিয়েছিলেন এবং তাদের ইচ্ছায় উর্দু শাজারা সিলসিলায়ে চিশতিয়া নিযামিয়া বারাকাতিয়াও রচনা করেছিলেন। আল্লাহর দরবারে খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসীলায় এই শাজারায় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এভাবে লিখেন:

মুর্শিদানে চিশত কি সাচ্চি গোলামি কর নসীব
শাহা মুইনুদ্দিন চিশতি বা-খোদা কে ওয়াসতে

(তারিখ ওয়া শরহে শাজরায়ে কাদেরিয়া বারাকাতিয়া রযবীয়া, ৯৮ পৃষ্ঠা)

মানকাবাতে হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাইজান মাওলানা হাসান রযা খান হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুলতানুল হিন্দ, হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি আজমেরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মানকাবাতে ১৯টি পংতি লিখেন, আল্লাহ পাক তাঁর এই মানকাবাতকে সার্বসাধারনের গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা ধন্য করেছেন, সর্বসাধারণের মাঝে এই মানকাবাত যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে পড়া ও শোনা হয়।

www.dawateislami.net

খাজা হিন্দ ওহ দরবার হে আলা তেরা,
কভী মাহরুম নেহী মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা।
মায়ে সর জোশ দর আ'গোশ হে সীসা তেরা,
বে-খোদী ছায়ে না কিউঁ পি কে পেয়ালা তেরা।
খুফতগানে শব গাফলত কো জাগা দেয়া হে,
সালহা সাল ওহ রাতোঁ কা না সোনা তেরা।
হে তেরী যাত আজাব বেহরে হাকীকত পেয়ারে,
কিসি তেরা ইক নে পায়া না কিরানা তেরা।
জাওয়ারে পামালি আলম সে ইসে কিয়া মতলব,
খাক মে মিল নেহী মাকতা কাভী যাররা তেরা।
কিস কদর জোশে তাহাইয়ুর কে আয়াঁ হে আ'সার,
নযর আ'য়া মগর আ'য়েনা কো তলওয়া তেরা।
গুলশানে হিন্দ হে শা'দাব কলীজে ঠান্ডে,
ওয়াহ এ্যয় আবরে করম যোর বরসনা তেরা।
কিয়া মেহেকে হে কেহ মুয়াত্তার হে দিমাহে আ'লম,
তখতায়ে গুলশানে ফেরদৌস হে রওযা তেরা।
তেরে যররা পে মাআসী কি ঘাটা ছায়ি হে,
ইস তরফ ভি কাভী এ্যয় মেহের হো জ্বলওয়া তেরা।
তুঝ মে হে তরবিয়্যতে খিযর কে পয়দা আ'সার,
বেহর ও বার মে হামে মিলতা হে সাহারা তেরা।
ফির মুঝে আপনা দরে পাক দেখা দেয় পেয়ারে,
আ'খেঁ পুর নূর হোঁ ফির দেখ কে জ্বলওয়া তেরা।
যিল্লে হক গাউস পে হে গাউস কা চায়া তুঝ পর ,
চায়া গুসতার সর খুদ্দাম পে চায়া তেরা।
তুঝ কো বাগদাদ সে হাসিল হোয়ি ওহ শানে রফীঈ,
দঙ্গ রেহ জাতে হে সব দেখ কে রুতবা তেরা।
কিউ না বাগদাদ মে জারী হো তেরা চশমায়ে ফয়য,
বেহরে বাগদাদ হি কি নেহের হে দরিয়া তেরা।
কুরসী ঢালী তেরী তখতে শাহে জিলাঁ হে হুযুর,
কিতনা উঁচা কিয়া আল্লাহ নে পায়া তেরা।

www.dawateislami.net

রাশক হোতা হে গোলামোঁ কো কাহিঁ আক্বা সে,
কিউঁ কাহোঁ রাশক দাহে বদর হে তলওয়া তেরা।
বশর আফযল হে মালাক সে তেরী ইউঁ মদহে করোঁ,
না মালাক খাস বশর করতে হে মুজরা তেরা।
জব সে তু নে কদমে গাউস লিয়া হে সর পর,
আউলিয়া সর পে কদম লেতে হে শাহা তেরা।
মুহইয়ে দ্বীঁ গাউস হে অউর খাজা মুঈনুদ্দীঁ হে,
এ্যয় হাসান কিউঁ না হো মাখফুয আকীদা তেরা।

(যওকে নাত, ২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ على مُحَمَّد

www.dawateislami.net

عن السید نصیر الدین محمود چراغ دہلوی عن السید السلطان نظام الحق
والدین محبوب البدایونی عن السید فرید الحق والدین گنج شکر عن السید قطب الحق
والدین بختیار الاوشی الکاکی عن السید الاجل سلطان الہند حبیب اللہ
وارث النبی معین الحق والدین حسن الچشتی السجزی الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ

الچشتی عن ابیہ الخواجہ ناصر الدین ابی یوسف بن محمد الچشتی عن خالہ
الخواجہ محمد بن ابی احمد الچشتی عن ابیہ الخواجہ ابی احمد الابدال الچشتی
عن الخواجہ ابی اسحاق الشامی عن الخواجہ ممشاد علو الدینوری عن
الخواجہ ہبیرۃ البصری عن الخواجہ حذیفۃ المرعشی عن السلطان
ابراہیم بن ادہم البلخی عن الخواجہ فضیل بن عیاض عن الخواجہ عبد الواحد
بن زید عن الخواجہ حسن البصری عن امیر المومنین وامام المسلمین
سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ عن سید المرسلین خاتم
النبیین احمد المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم وسلم

قالہ بفمہ وامر برقمہ عبد المصطفی احمد رضا
القادری البرکاتی البریلوی عفی عنہ
بمحمد المصطفی النبی الامی صلی اللہ
تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ
وبارک وسلم
آمین

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

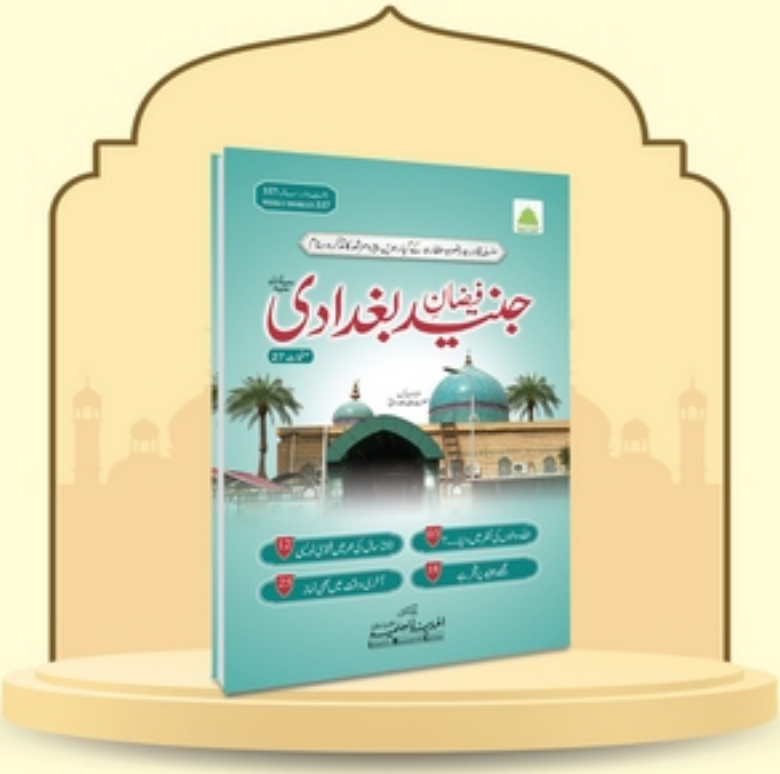

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net